

# কারাগারে শেখ হাসিনা : মৃত্যুও যখন ভুলে যায় মানুষ

## ভজন সরকার

(১)

মৃত্যু শোকও এক সময় ভুলে যায় মানুষ, যায় নাকি? যেরকম ভাবে ভুলে যায় ফেলে আসা অন্ধকার। কোন আলোকিত দিনে সম্ভাব্য মৃত্যুও কী এমনি ভাবেই ভুলে থাকা যায়? আমাদের তথাকথিত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের নির্লিপ্ততা দেখে এই কথাগুলোই মনে হচ্ছিলো বারবার। শেখ হাসিনা কারাগারে প্রায় বছর ঘুরতে চললো। কোথাও তেমন কোন প্রতিবাদ নেই, মানুষ গুলো এক স্থির-বিহ্বলতায় চুপ হয়ে বসে আছে। যেনো আমাদের কিছুই করার নেই, নেই দু'কলম লিখেও প্রতিবাদ জানানোর। প্রথমত আমরা যারা বিদেশ-বিভূঁইয়ে আছি নিরলসে অথচ নিরাপদে, কিছুদিন প্রতিবাদের ফোঁয়ারায় জল ঢাললাম। কিছু বিবৃতি-বক্তব্য; কিছু সেমিনার-সভা সমিতি। কিছু সাপ্তাহিক আয়াসের আডডায় হালাল মাছ-মাংশ চিবিয়ে তর্কের কঙ্কিতে ধোঁয়া উঠালাম। এই যা। কারণ, শেখের কন্যার আমলেই তো নিরাপদে বলতে পেরেছি দু'টো প্রগতির কথা নাটকে-কবিতায়। তাই, সে প্রতিদান। ভাবখানা এর চেয়ে আর কি-ই বা করার আছে! অথচ, ভয়ঙ্কর কষ্টে দেখি, তারাই বেশী নীরব-শেখ হাসিনার ক্ষমতার সময়ে আমলে-আচলে কাছে কাছে ছিলো যারা আরও বেশী বেশী।

ভাবখানা শেখের বেটি তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে! তা হলেও মেনে নিতাম, মনে না নিলেও। হোতো যদি ন্যায্য বিচার। অথচ যা হচ্ছে সে তো এক নিদারুণ প্রহসন। বিচারের নামে একটি পরিবারকে, একজন মানুষকে, একটি দেশের গণতান্ত্রিক আকাংখাকে নিঃশেষ করে দেওয়া। নিজেদেরকে আরও দীর্ঘজীবী করার বাসনা। কি অন্যায় শেখ হাসিনার? ২০০১-থেকে ২০০৬ পর্যন্ত মৃত্যু যার পেছনে পেছনে তাড়া করেছে সমস্ত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে সাথে নিয়ে অষ্টপ্রহর। হাজার হাজার প্রগতিশীল কর্মী আর ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষদের নির্যাতন আর নিপীড়নের ক্ষত-বিক্ষত দন্ধ ঘা যাকে মুছিয়ে দিতে হয়েছে পরম মমতায় কখনো মাতৃ-স্নেহে, কখনও মমতাময়ী বোনের আদরে। কয়েক হাজার মা-বোন যারা বি এন পি জামাতের নর-পশুদের হাতে ধর্ষিতা হয়েছে তাদেরকে বুকে নিয়ে কাঁদতে হয়েছে যাকে। যখন আমাদের শান্তির শ্বেত কবুতর নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুসও পরম শান্তিতে তার ক্ষুদ্র-ঋণ তত্ত্বের সুদের লোভে পরম শান্তিতে ঘুমিয়েছেন এত সব মধ্য-যুগীয় বর্বরতার মধ্যেও। অথচ শেখ হাসিনাই কেবল জীবন-মৃত্যুকে পায়ে ভৃত্য করে যতটুকু সম্ভব রুখে দাঁড়িয়েছেন। প্রচার করেছেন দেশে বিদেশে বাবর-তারেকের এই ঘৃণ্য জঘন্যতা। হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশ বিভূঁইয়ে পাচার করার কথা শেখ হাসিনাই তো প্রথম বলেছেন সাহসের সাথে। সমস্ত রাষ্ট্র যন্ত্র, এমনকি সেনাবাহিনীকেও এই বি এন পি জামাত কি নির্লজ্জভাবে প্রগতিশীল মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে বিগত বছর গুলোতে। এ গুলো বলাই কি শেখ হাসিনার অন্যায়। ফকরুদ্দিন-মইন-মতিনদের ক্ষমতার অসীম লোভের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরার কথা বলাই কি শেখ হাসিনার অন্যায়?

আসলে শেখ হাসিনার অন্যায় কি এটা কেউ জানে না। হোতে পারে, বেঁচে থাকাটাই শেখ হাসিনার চরম অন্যায়। পরম দন্ডদাতা হিসেবে মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা জেনারেল মইন-মতিন সেটাই স্থির করে রেখেছেন। বিচার-বিচারক, উকিল-মোক্তার, আইন-আদালত এ তো সব লোক দেখানো মায়ার খেলা। বিচারের বানী নিরবে নিভূতে কেঁদে ফিরে যাচ্ছে সেনা শাসকের জলপাই রঙের পোষাকের নীচে। আইনের শাসন আর নিরপেক্ষতার ভংগে সে তো ডঃ ফকরুদ্দিনের পরিশীলিত মুখোশ। ভেতরে আছে অন্য কেউ - অন্য রকম অভিসন্ধিতে।

(২)

খুব ছোট বেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষে সবে ঢুকেছি মাধ্যমিকের দোরগোড়ায় । কোদাল হাতে, চোখে রোদ-চশমা হোক না দিন কিংবা রাত, গায়ে টি-শার্ট, আরেক জেনারেলকে দেশ উদ্ধারে নামতে দেখেছি । চৈত্র মাসের খা খা রোদে হাজার হাজার কোমলমতি ছেলে মেয়েদের দিয়ে খেলানো হোতো খাল -কাটা নামের এক রাজনৈতিক ভন্ডামির খেলা । আমার এক সময়ের ভাললাগা আদর্শ দলের বামনেতারাও জেনারেলের হাঁটুর বুদ্ধির কাছে পরাস্ত হয়ে মিশে গিয়েছিলেন সেখানে । কাজের কাজ যেটা হোতো আমাদের দিয়ে কোরাস গাওয়ানো হোতো । মেহেনতি মানুষের গান , “ শুনছো নি ভাই শুনছো নি / ডিম পারে হাঁসে খায় বাঘডাসে / এক গেরামে চাষি ছিলো কালা মিয়া নাম/ খেতের ফসল ফলাইতে ঝরায় গায়ের ঘাম / তার ছেলে কান্দে ক্ষুধার জ্বালায় / তার মেয়ে কান্দে ক্ষুধার জ্বালায়/ মহাজনে হাসে / ডিম পারে হাঁসে খায় বাঘডাসে ।” জানি না, হীরক রাজার মত সেই জেনারেল ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা সে গানে সুর মিলাতো কিনা ? কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় নি । গণতন্ত্রের লেবাসে উবে গেছে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি । সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বাতাস ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। দুর্নীতিবাজ আর স্বাধীনতাবিরোধীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসিয়ে দেশকে টেনে নেয়া হয়েছে পেছনে প্রায়-মধ্য যুগের বর্বরতায় ।

ঠিক আজকে আবার আরেক জেনারেল সেই একই মহড়ায় নেমেছেন । ভবদহে ধান কাটার উৎসবের নামে সারা দেশের কোটি কোটি নিরন্ন মানুষের সাথে এক নির্মম প্রহসনে মেতে উঠেছেন। আরেক বেহায়া কবি জেনারেল এরশাদ প্রতিটি বিশেষ দিনে কবিতা লিখতেন । সেই সময়েই জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতায় কবিতা ছাপানো হোতো জোর করে ,পত্রিকা অফিসে সেনা পাঠিয়ে । আর আজকে এই দেশ -দরদি জেনারেল নববর্ষে প্রবন্ধ ছাপান দৈনিকের প্রথম পাতায় । কায়দা সেই একই । একেক বার মনে হয় , উনি কতো জানেন ,মাইরি । কি না জানেন ? সামরিক জ্ঞান সে তো নস্যি। পুষ্টিবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, রাষ্ট্রবিদ্যা আরও কত কি । মনে হয় হাঁটু থেকে জ্ঞান মাধ্যাকর্ষনের বিপরীতে যতই আস্তে আস্তে উঠে আসছে মগজে । ততই ক্ষমতার লোভ জেগে উঠছে দুর্নিবার ভাবে । কে জানে এই সর্বগ্রাসী লোভের শেষ কোথায়? ভুখা-নাঙ্গা মানুষের ক্ষুধার সিঁড়ি মাড়িয়ে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার এই অপচেষ্টা আর কত দিন?

(৩)

এত দিনে কাজের কাজ কি হয়েছে ? খালেদার সফল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সজারু বাবর আর তার মদদ দাতা তারক গং-দের কেবল মামলা দেয়ার কাজ শুরু হয়েছে । ততদিনে যদিও শেখ হাসিনাকে অসুস্থতার মধ্যেও টানা -হেচড়া করে কারাগার-হাসপাতাল-আদালত-এই ত্রিচক্রে অবিরাম ঘোরানো হচ্ছে ভো ভো করে । চিকিৎসার নামে যা হচ্ছে সেটা কোন দাগি চোর -ডাকাত-সন্ত্রাসীকেও করা হয় না । অথচ, বিগত পাঁচ বছরের অপকর্মের মধ্য-মনি সেনাবাহিনীর ভাবিজান খালেদা বেগমকে অদৃশ্য সঁতোর টানে রাখা হয়েছে দূরে । কারণ, সেই একই থোর বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোর, ক্ষমতা হারানোর শঙ্কা । আমাদের বুদ্ধিজীবীরা না বুঝলে কি হবে, সুচতুর মইন - মতিন ঠিকই জানেন, প্রতিরোধের আশঙ্কা কোথায় ? গণতন্ত্রকে বালিশ চাপা করে রাখতে হলে শেখ হাসিনাই প্রধান বাধা । তাই শেষ করে দেওয়া চাই - যে করেই হোক । আর বগলে ইট, মুখে শেখ ফরিদ বলে মাঝে মাঝে কিছু প্রগতির কথা বলো । তা হলেই বুদ্ধিজীবীরা খুশী । এর মধ্যে জামাত-শিবিরের মাধ্যমে ক্ষমতাকে দাঁড়িপাল্লার কাছে উঠিয়ে দাও । কেবলা ফতে। ইহলোক-পরলোক দু'খানেই সিট রিজার্ভ । আর সে উদ্দেশ্যেই চলছে সবকিছু । তা না হলে , জরুরী আইনের মধ্যেই বায়তুল -মোকোররমে যা হোলো, ধরা তো দূরে থাক - ছোঁয়ার পযর্ন্ত সাহস দেখালো না আমাদের পুজব নিরপেক্ষ সরকার । অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে যে নেঙ্কারজনক পরিনতিতে সমাপ্তি করা হোলো । এ যেনো ঝিকে মেরে বৌকে

বুঝিয়ে দেয়া । সামরিক বাহিনীর ক্ষমতালোলুপতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর পরিনতি । শেখ হাসিনাকে সেই শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে । পচাত্তরের সেই অসমাপ্ত কাজের শেষ কফিনে পেরেক ঠুকছেন জেনারেল মইন-মতিন ।

(৪)

এই সর্বগ্রাসী অন্ধকারের বিরুদ্ধে লেখনি নিয়ে দাঁড়াবে আজ কে? ওয়াহিদুল হক, ওবায়দুল হক, সন্তোষ গুপ্ত, সামসুর রাহমান আজ আর নেই । বজলুর রহমানও চলে গেলেন এই সেদিন । নিকষ তিমিরে আলো হাতে দাঁড়াতে পারেন একমাত্র সরদার স্যার - সরদার ফজলুল করিম । তিনিও আজ বয়সের ভারে জর্জরিত - প্রায় চলন শক্তিহীন । অধ্যাপক আনিসুজ্জামান - যাকে এক সময় মনে হতো উচ্চাশার অনেক উঁচুতে বসে থাকা এক জন মানুষ । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্যাতিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়ে তিনিও চলে গেছেন সেই সুবিধেবাদের সারিতে । তার সদ্য প্রকাশিত ধারাবাহিক “ বিপুলা পৃথিবী ” পড়ে মনে হচ্ছে তিনি সব সময়েই “মৃদু প্রতিবাদ ” করেন - যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাংগে । প্রগতিশীলদের কাতারেও থাকা যায় , আবার সরকারী নেক নজরে থেকে বিদেশ-বিভূঁ ইয়ে সভা- সমিতি থেকেও যেনো বঞ্চিত না হোতে হয় ।

আর বিদেশে থেকে যিনি পারতেন, সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী - অতি কখনে তিনি আজ বড় সস্তা, বানিজ্যিক সাইন বোর্ডের মতন । দু’হাতে লিখতে পারেন শুধু উপন্যাসিক । একজন রাজনৈতিক ভাষ্যকার যখন ইতিহাস নিয়ে দু’হাতেই শুধু নয় , দু’হাতে পায়ে লিখেন ; তখন তিনি যা লিখেন মনের মাধুরী মিশায়, সেখানে আর বিশ্বাসযোগ্য কিছু থাকে না । তাই তো যে কোন প্রসংগ এলেই গুরু রচনার মতো গুরু-কে নদীতে নামিয়ে লিখে যান নদীর আত্মকথা । সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, সেই মনের মাধুরী মিশানো অপ্ৰাসংগিক ভুল সন- তারিখ-তত্ত্বে ভরা সেই কাহিনী । বিভিন্ন দেশে হিজরতে আসেন মাঝে মাঝে । কেউ একটু বেশী আপ্যায়ন করলেই লিখে ফেলেন অতি প্রশংসিত কিছু কলাম । সেখানেও অপ্ৰাসংগিক বিভ্রান্তিকর ভুল তত্ত্ব আর তথ্যে ভরা কাহিনী । সৃষ্টিশীল মানুষকেও এক সময় থামতে হয় । আবদুল গাফফার চৌধুরীর এখন সেই থামার সময় ।

(৫)

আসুন, আজ প্রতিবাদ করি । যে যেখানেই থাকি না কেনো যে পরিবেশে, যে প্রতিবেশে । আর দীর্ঘস্থায়ী হোতে দেয়া যাবে না এই দম বন্ধ করা সময় । শেখ হাসিনার উপর এই জুলুম আজ শুধু এক প্রতিকী উপলক্ষ্য । নিরন্ন অভুক্ত মানুষের হাহাকার আজ বাংলাদেশের আনাচে কানাচে । কাজ নেই । টাকা নেই । খাদ্য কেনার সামর্থ্য নেই । ঘরে খাবার নেই । চিৎকার করে ক্ষুধার কথাটা জানাবে সে অধিকারটুকুও আজ নেই । অথচ এই মুখোশের আড়ালে লুকানো সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ আজ মৌলবাদের চারণ ক্ষেত্রে পরিনত হচ্ছে । তাই প্রতিবাদ করি । তা নাহলে কবি নিমর্লেন্দু গুনের “ছলিয়া” কবিতার মতো নিজের অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ করে কণ্ঠ থেকে অক্ষম বাসনার জ্বালা মুছে নিয়ে বলি,

“ আমি এ সবের কিছুই জানি না,  
আমি এ সবের কিছুই বুঝি না । ”

॥ এপ্রিল , ২০০০ । নায়েগ্রা ফলস, কানাডা ॥ sarkerbk@yahoo.com